সর্পদংশন প্রতিরোধ ও জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসায় যা দরকার

‘জানতে হবে, জানাতে হবে’

অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকারের ‘ইন্টিগ্রেটেড হেলথ্ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড’
‘SPACE’ গবেষণা উপজেলায় ব্যবহারের জন্য; যোগাযোগ: info@tsb.org.bd

১. বিষধর সর্পদংশনের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ

১. দংশিত স্থানে ফোলা

২. রক্তক্ষরণ

৩. চোখের উপরের পাতা বুজে আসা

৪. কম ও কালো প্রস্রাব

১ ক. বিষধর সর্পদংশনের গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ

১. দংশিত স্থান দ্রুত (তাড়াতাড়ি) ফুলে যাওয়া।

২. দংশিত স্থানে ক্রমাগত (অনেকক্ষণ) রক্তপাত হওয়া।

৩. ঘুম ঘুম ভাব। চোখের উপরের পাতা ভারী হওয়া বা বুজে আসা।

৪. প্রস্রাব কমে যাওয়া, কালো রং এর প্রস্রাব হওয়া।

২. সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা: যা করবেন

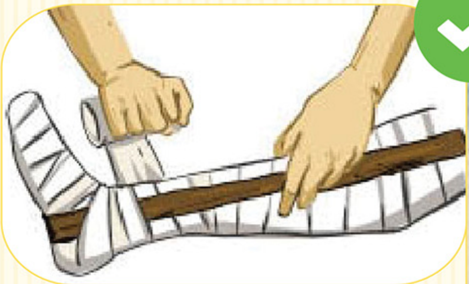

১. সাপে কাটলে দংশিত অঙ্গ
বিশ্রাম বা নিশ্চল করে রাখুন

২. সাপে কামড়ালে মোটর যানে
রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিন

৩. দংশিত সাপ সনাক্তকরণ

২ ক. সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসাঃ যা করবেন

আশ্বস্তকরণ- শান্ত থাকুন

১. দংশিত অঙ্গ নড়াচড়া করা যাবে না (বিশ্রাম/অচল করা, স্প্লিন্ট দিয়ে)

২. মোটর যানে রোগীকে দ্রুত উপজেলা হাসপাতালে নিন (সিএনজি, এ্যাম্বুলেন্স, বাইক, ইঞ্জিন নৌকা/স্থানীয় প্রচলিত যানবাহন দিয়ে হাসপাতালে নিবেন।

৩. দংশন করা সাপটি কেউ মেরে থাকলে সনাক্তকরণের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। তবে সাপ মারার জন্য কিংবা ধরার জন্য অযথা সময় নষ্ট করবেন না। সাবধান! খালি হাতে সাপ ধরবেন না। অযথা সাপ মারবেন না।

৩. সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসায় যা করবেন না

ক.

সাপে কাটলে ভয় পাবেন না

খ.

সাপে কাটলে বমি করাবেন না
কথা বলতে অসুবিধা হলে খেতে দিবেন না

গ.

সাপে কাটা স্থানের উপরে গিঁট দিবেন না

ঘ.

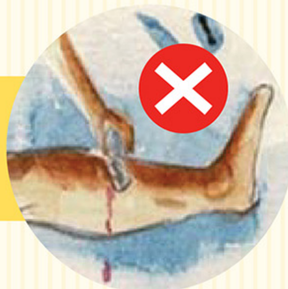

সাপে কাটা স্থানে কাটা-ছেঁড়া করবেন না

ঙ.

‘ওঝা’/বৈদ্যের চিকিৎসা নিবেন না

৩ ক. সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসায় যা করবেন না

ক. ভয় পাবেন না, সর্পদংশনের চিকিৎসা আছে।

খ. বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। কথা বলতে অসুবিধা হলে খেতে দিবেন না।

গ. সাপে কাটা স্থানের উপরে গিঁট দিবেন না।

ঘ. দংশিত অঙ্গ কাটা ছেড়া করবেন না।

ঙ. 'ওঝা'/বৈদ্যের চিকিৎসা নিবেন না।

৪. কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়

রাতে সাবধানে হাঁটা ও আলো, লাঠি, বুট ব্যবহার

রাতে ঘুমানোর সময় চৌকি-মশারী ব্যবহার

সাপের কামড় থেকে বাঁচতে শোবার ঘর
প্রাণী ও শস্য সামগ্রী মুক্ত রাখা

বাড়ীর চারপাশ পরিস্কার রাখুন
সাপের কামড় থেকে বাঁচুন

৪ ক. কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়

১. সাবধানে হাঁটা: আলো-লাঠি, বুট। ঘাসের মধ্যে কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর আপনাকে যদি হাঁটতে হয় তাহলে খুব সাবধানে হাঁটুন ও লম্বা জুতা কিংবা বুট জুতা পরুন। গর্তের মধ্যে হাত-পা ঢুকাবেন না।

২. চৌকি-মশারী: ঘুমের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন-খাটের উপর ঘুমাবেন, মশারী ব্যবহার করুন, মেঝেতে ঘুমাবেন না। মশারী তোশকের নিচে ভালো করে গুঁজে দিন।

৩. বসতবাড়ী: প্রাণী ও শস্য সামগ্রী মুক্ত, শোয়ার ঘরে মুরগী/শস্য রাখবেন না। শোয়ার ঘরের সাথে খাবার যেমন-ধান-চাল, হাঁস-মুরগী, কবুতর রাখবেন না। এসব ইঁদুরকে আকর্ষণ করে যার খোঁজে সাপ ঢুকতে পারে।

৪. বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার: আঙ্গিনা ময়লা-আর্বজনা মুক্ত রাখুন। বাড়ী ও চাষ করার জমির মধ্যে দূরত রাখুন।

৫. শস্য পাহারা-সাবধানতা: রাতের বেলায় শস্য, ফলের বাগান কিংবা মাছ পাহারা দেওয়ার সময় মাটিতে কিংবা মাচায় ঘুমানোর বা শোয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৬. মাছ ধরার সাবধানতা: মাছ ধরার সময় 'চাঁই' বা জালের মধ্যে হাত দেওয়ার আগে সাপ আছে কিনা দেখে নিন।

৭. স্তুপাকৃত/জমাকৃত সামগ্রী সাবধানে নাড়াচাড়া করুন। পতিত গাছ, লগ, জ্বালানী লাকড়ি, খড়, ইট, উঁইয়ের ঢিপি সরানোর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৮. গর্তে হাত না দেয়া। সাপ বসত বাড়ীর গর্তে বা ফাটলে লুকিয়ে থাকতে পারে কাজেই এগুলো যত দ্রুত সম্ভব মেরামত করুন।

৫. বাংলাদেশের কিছু বিষধর সাপ

গোখরা/কোবরা

চন্দ্রবোড়া/রাসেলস্ ভাইপার

শঙ্খিনী/শাঁকিনী

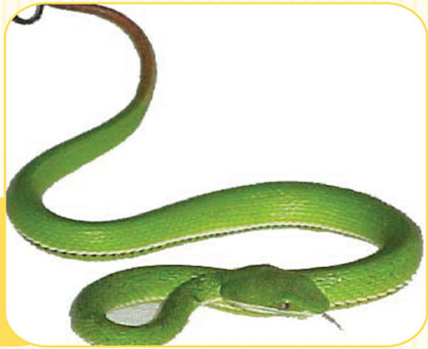

সবুজবোড়া বা বাশবোড়া

৫ ক. বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষধর সাপ

১. গোখরা বা কোবরা- ফণা তোলে এবং ফোস ফোস শব্দ করে। ইঁদুর খেতে বাড়ি-ঘরের আশে পাশে আসে।

২. চন্দ্রবোড়া/উলুবোড়া (রাসেলস্ ভাইপার)- শরীরে গোল গোল চাক বা শিকলের মতো ছাপ থাকে। চাষের জমি বা বাড়ী-ঘরের আশে পাশের জঙ্গলে থাকতে পারে।

৩. শঙ্খিনী বা শাঁকিনী গায়ে হলুদ ও কালো ডোরা কাটা থাকে। লাকড়ির স্তুপ ও ছোট জঙ্গলে থাকতে পারে, খাবারের খোঁজে রাতে বসত ঘরে ঢুকতে পারে।

৪. সবুজবোড়া, বাঁশবোড়া/গাল টাউয়া- গায়ের রং সবুজ ও মাথা তিন কোনাচ্চা। সাধারণত গাছে ঝোপ-ঝাড়ে থাকে।

৬. বিষধর সর্পদংশনের সফল চিকিৎসা আছে

চিকিৎসার আগে	চিকিৎসার পরে

সর্পদংশন প্রতিরোধ করুন, নিকটস্থ হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা নিন, জীবন বাঁচান।

উপজেলা হাসপাতালে বিষধর সর্পদংশনের ঔষধ এন্টিভেনম ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে।

৬ ক. বিষধর সর্পদংশনের সফল চিকিৎসা আছে

১. চিকিৎসার আগে- মারাত্মক অসুস্থ, প্যারালাইসিস

২. চিকিৎসার পরে- সম্পূর্ণ সুস্থ (হাসি মুখ)

সর্পদংশন প্রতিরোধ করুন, নিকটস্থ হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা নিন, জীবন বাঁচান।
উপজেলা হাসপাতালে বিষধর সর্পদংশনের ঔষধ এন্টিভেনম ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে।

অন্যকে জানান

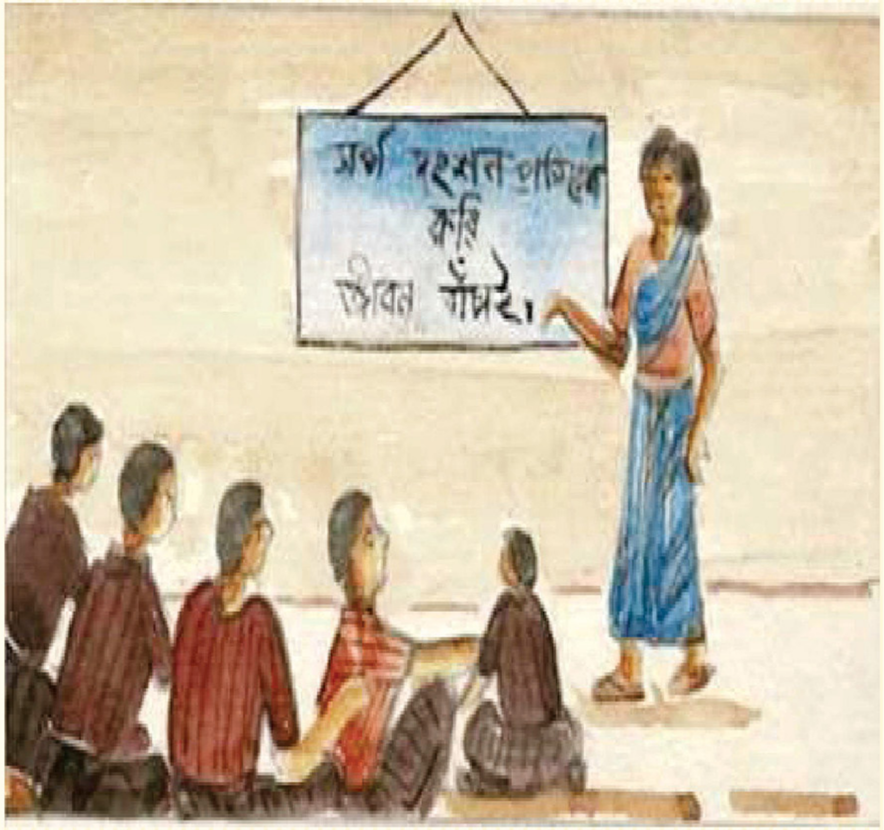

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।